TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

জাগো নারী

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের মুখপত্র

জুন - ২০১২ | সপ্তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

ড. তপতী চক্রবর্তী
(সভানেত্রী)
ফোন ঃ ২৩২-৩৩৫৫
২৩১-৫৯২৩
ত্রিপুরা মহিলা কমিশন,
মেলারমাঠ,
আগরতলা -০১,
পশ্চিম ত্রিপুরা

শ্রীমতী শিউলী দেববর্মা
(সহ-সভানেত্রী)
ফোন ঃ ২৩২-১৯২৩
মো ঃ ৯৪৩৬১৮৩৯১০

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী
(সদস্য)
ফোন ঃ ২২২-২৯০৭
মো ঃ ৯৪৩৬১৬৯৬৪৩

শ্রীমতী অদিতি শর্মা লোধ
(সদস্য)
ফোন ঃ ২৫১-৪৭৯১
মো ঃ ৯৪৩৬৪৬০৪৫৭

শ্রীমতী রেহানা বেগম
(সদস্য)
মো ঃ ৯৮৬২৬৪৫২৩৩

শ্রীমতী নিভা দেববর্মন
(সদস্য)
ফোন ঃ ২৩২-২৪৩৫
মো ঃ ৯৮৬২৪২৬৬৪৩
৯৮৬২৮৩৯৪৮০

শ্রীমতী সুপ্রভা দাস
(সদস্য)
মো ঃ ৯৮৬২৬৩২৯৭৪

শ্রীমতী অপর্ণা দে
(সদস্য - সচিব)
ফোন ঃ ২৩২-২৯১২
মো ঃ ৯৪৩৬১৩৪৬৫৯

সম্পাদকীয়

মানুষের ব্যাক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও চেতনাজাত মননের পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যাক্তির মানসিক গভীরতা, তার আদর্শ, নৈতিকতা ও সৌন্দর্যবোধের মাপকাঠি নিরূপণ করে এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে ব্যাক্তিমানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। ব্যাক্তি মানুষের শিক্ষা যোগ্যতা তথা চেতনার ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথা সামাজিক উন্নতি। নারী পুরুষের ভেদাভেদ এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ এই সত্যটি যুগ যুগান্ত ধরে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বেশির ভাগ মানুষের বোধগম্য হয়নি। অথচ পৃথিবীর প্রাণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। যদিও পৃথিবীতে মানব প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় পুরুষ ও নারীর সমান ভূমিকা রয়েছে, তথাপি বলা যায় মায়ের কোন বিকল্প হয়না। কিন্তু এই ভবিষ্যতের 'মা' আজকের কন্যা সন্তানকে ভ্রূণ অবস্থাতেই হত্যা করা হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে ০-৬ বৎসরের শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত হল প্রতি ১০০০ ছেলে পিছু মেয়ে ৯১৪ জন। আর ত্রিপুরায় এই অনুপাত ৯৫৩। এই অসম অনুপাত স্বাভাবিকভাবে তৈরী হয়নি যা বেআইনীভাবে কন্যাভ্রূণ হত্যার কথাই ইঙ্গিত করে। পাশাপাশি পরিবারে কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা, জন্মের পর হত্যা করা ইত্যাদি ইঙ্গিত করে। অসম ব্যবহার, প্রসবকালে মায়ের অপুষ্টি ইত্যাদি নানা কারণ এই অসম লিঙ্গ অনুপাতের জন্য দায়ী। শিশুদের মধ্যে ক্রমহ্রাসমান লিঙ্গ অনুপাত মানব প্রজাতিকে একদিন ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি মানবসভ্যতা বিপন্ন হতে পারে পৃথিবীর বুকে। ত্রিপুরা রাজ্যে তথাকথিত শিক্ষার হার ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যের তুলনায় বেশী হলেও প্রকৃত শিক্ষায় কতজন শিক্ষিত সে নিয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। কারণ শিক্ষা মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটায়। মানুষকে যুক্তিবাদী করে তোলে। আজ ও সমাজের অনেক তথাকথিত শিক্ষিত সচেতন মানুষ বিশ্বাস করতে ভয় পান যে সম সুযোগ সুবিধা পেলে মেয়েরাও সকল বিষয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম। একজন শিক্ষিত সক্ষম মেয়ে কখনোই সমাজের পরিবারের বোঝা হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ত্রিপুরার বহু শিক্ষিত দম্পতি কন্যাভ্রূণ হত্যার মত অমানবিক কাজে লিপ্ত হন গোপনে। আবার অনেক পিতামাতা আইনের ভয়ে কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনায় সামিল না হয়েও জন্মের পর সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে কাঁচা পায়খানায় রাস্তায় নদীর চরে ফেলে দেওয়ার মত জঘণ্য অপরাধে লিপ্ত হয়।

ক্রমহ্রাসমান এই লিঙ্গ অনুপাত প্রকৃত শিক্ষিত সমাজ সচেতন মানুষের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। এই ভয়াবহ অবস্থা নিরসনের জন্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন হতে হবে। সমাজের প্রতিটি ব্যাক্তির দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে হবে। পরিবারে ভূমিষ্ট হওয়া সদ্যোজাত শিশু সে ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক তাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ও সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য যত্নবান হতে হবে পিতামাতাকেই। পরিবারের মধ্যে ছেলেমেয়ে সন্তানের সুরক্ষায় যেমন সমান যত্নবান হতে হবে তেমনি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সকল সদস্যকে ঘরের মধ্যে সমতার পরিবেশ তৈরী করতে ভূমিকা নিতে হবে। একটি ছেলের মত মেয়েটির শিক্ষার প্রতিও সমান নজর দিতে হবে। কারণ একটি শিক্ষিত সচেতন মানবিক মূল্যবোধ তথা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছেলের মতই একটি মেয়েও সমাজের শ্রেষ্ঠ মানবসম্পদ হয়ে উঠতে পারে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা ও উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে।

কন্যাসন্তানের সুরক্ষা ও যত্ন বিষয়ক সচেতনতা শিবির

হেজামারা বি এস সি হল

গত ২০-৬-২০১২ ইং তারিখে বেলা ১১ টায় ত্রিপুরা মহিলা কমিশন-এর উদ্যোগে এবং হেজামারা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির সহযোগিতায় এবং সিডিপিও হেজামারা ব্লকের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয় 'কন্যাসন্তানের সুরক্ষা ও যত্ন' বিষয়ক একদিনের সচেতনতা শিবির হেজামারা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির সভাগৃহে। এই সচেতনতা শিবিরে সভাপতিত্ব করেন হেজামারা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীমতী রমণী দেববর্মা। বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গকে মঞ্চে আহ্বান ও পুষ্পস্তবক দিয়েবরণ করার মাধ্যমে শিবিরের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে কমিশনের

এর পর ২ এর পাতায়

সদস্য সচিব শ্রীমতী অপর্ণা দে বলেন,উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কন্যাভ্রূণ হত্যার মত ঘটনা কম হলেও ডাইনীপ্রথা, বাল্যবিবাহ এবং বহুগামীতার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এই সমস্ত কুপ্রথা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য সমাজের সকল মানুষের সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন। উক্ত শিবিরে বক্তব্য রাখেন কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার,মোহনপুর সিধাই থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, অতিরিক্ত পশ্চিম জিলা পাবলিক হেলথ নার্সিং অফিসার শ্রীমতী বন্দনা মজুমদার, হেজামারা ব্লকের পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা প্রাক্তন স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীগোবিন্দ দেববর্মা। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে শহরে ডাইনীপ্রথা ইত্যাদির খবর কম শোনা যায় কারণ শহরের মানুষ শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী। তাই সকল অংশের মানুষের মধ্যে সামাজিক বিভিন্ন কুপ্রথা সম্পর্কে সচেতনতা আনার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। সকল কন্যাসন্তানকে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান রাখেন। সচেতনতা শিবিরের প্রধান বক্তা কমিশনের মাননীয়া চেয়ারপার্সন তাঁর মূল্যবান ভাষণে উল্লেখ করেন, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যদিও কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রবণতা কম, উপজাতি মেয়েরা এখনো অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন ডাইনীপ্রথা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বেশি দেখা যায় যার পেছনে কোন যুক্তি নেই। আর একটি বিষয়ের প্রতি মাননীয়া চেয়ারপার্সন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন- মফঃস্বল থেকে কিছু ছেলেমেয়েকে বাবা-মায়েরা আগরতলা শহরে পড়াশোনা করতে পাঠান এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের খোঁজখবর ঠিকভাবে রাখেন না বা ছেলেমেয়েরা মা-বাবার কথা শোনে না। তাই উদ্যাম জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়। এর ফলে মা-বাবার বুক খালি করে অনেক মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনা ঘটে চলেছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন বেনজিল দেববর্মা ও শতরূপা সাহার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। এইসব ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য সকল মা-বাবার প্রতি আহ্বান রাখেন ছেলেমেয়েদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে। এই আলোচনাকে সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ রেখে তিনি আলোচনা শেষ করেন। উক্ত সচেতনতা সভায় বিস্তারিত আলোচনা রাখেন হেজামারা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রণব দেববর্মা। তিনি তাঁর বক্তব্যে উপজাতি এলাকায় এখন যে পণপ্রথার মত কুপ্রথা ঢুকে যাচ্ছে সেজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন উপজাতি মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়িয়ে উচ্চ প্রশাসনিক পদে অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই সকলকে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষিত মানুষের উপর কুপ্রথার প্রভাব কম। শহরে ডাইনীপ্রথা নেই, কারণ শিক্ষার হার বেশি। নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সকলকে সচেতন হওয়ার আবেদন রাখেন তিনি।

সচেতনতা শিবিরে সভাপতি হিসেবে শ্রীমতী রমণী দেববর্মা নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এই সভার আলোচনাকে গ্রামের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান রেখে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সচেতনতা শিবিরে মোট ২১৩ জন নারীপুরুষ অংশগ্রহণ করেন। হেজামারা আই সি ডি এস প্রজেক্ট-এর সিডিপিও শ্রীমতী অরুন্ধতী দেববর্মা ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন।

কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতি হল

বিগত ১৮.৬.১২ তারিখে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় 'কন্যাসন্তানের সুরক্ষা ও যত্ন' বিষয়ক একদিনের সচেতনতা সভা করা হয় কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে। মঞ্চে ছিলেন এই সভার সভাপতি শ্রীশঙ্কর দাস মহোদয়, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান। এছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে শ্রী মণীন্দ্র দাস, বিধায়ক কল্যাণপুর, শ্রীমানিকলাল দত্ত, বিডিও, শ্রীমতী গায়ত্রী দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবিকা, শ্রীদীপঙ্কর সরকার, সিডিপিও, শ্রীমতী বন্দনা মজুমদার, ডিষ্ট্রিক্ট পাবলিক হেল্‌থ নার্সিং অফিসার, শ্রীমতী রীতা দেব (দাস), জিলা পরিষদ সদস্যা, ডঃ তপতী চক্রবর্তী, চেয়ারপার্সন, শ্রীমতি শিউলি দেববর্মা, ভাইস চেয়ারপার্সন ও শ্রীমতি অপর্ণা দে, মেম্বার সেক্রেটারী, ত্রিপুরা মহিলা কমিশন।

সভায় অংশগ্রহণকারী মোট ১৭০ জনের মধ্যে ছিলেন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রধান সদস্য-সদস্যা, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী, আশা কর্মী ও স্থানীয় লোকজন। মহিলা কমিশনের সদস্য-সচিব শ্রীমতী অপর্না দে'র স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। কন্যাসন্তানের সুরক্ষা ও যত্নের বিষয়ে আলোচনায় মহিলারা যে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার একথা উল্লেখ করেন সিডিপিও শ্রীদীপঙ্কর সরকার। সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী গায়ত্রী দত্ত কন্যাসন্তানের ও মহিলাদের সুরক্ষা বিষয়ে পূর্বসুরী মহান ব্যক্তিদের

ভূমিকার উল্লেখ করে বর্তমান পিতামাতার করণীয় কর্তব্যের কথা অত্যন্ত সাবলীল ভাবে তুলে ধরেন জনসমক্ষে। বিধায়ক শ্রীমণীন্দ্র দাস ভ্রূণ হত্যা ও শিশুকন্যা হত্যা বিষয়ে গণ সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলেন ও শিশু সন্তানের প্রতি সমদৃষ্টির কথা বলেন। শ্রীমানিকলাল দত্ত তাঁর বক্তব্যে তথ্যচিত্র সহ উপস্থিত জনগণকে শিশু যত্ন বিষয়ে সচেতন করেন। শ্রীমতী বন্দনা মজুমদার শিশুকন্যা সন্তানের স্বাস্থ্য, টীকাকরণ, অপুষ্টিজনিত রোগ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন ও অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে বলেন।

এর পর ৩ এর পাতায়

আলোচনা সভার প্রধান বক্তা ডঃ তপতী চক্রবর্তী কন্যাসন্তানের ভ্রূণ হত্যা, কন্যা শিশুর অযত্ন, অবহেলার কারণে ০-০৬ বয়সের কন্যাসন্তান যে হারিয়ে যাচ্ছে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সবচেয়ে অনুপাত কম সে কথার উল্লেখ করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানব সম্পদের ভবিষ্যত বিপর্যয় সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। শিশুকন্যার জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ক কিছু সংখ্যক তথ্যও তুলে ধরেন।

কমিশনের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতি শিউলি দেববর্মা, তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেন বর্তমানের শিশুকন্যা শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে ভবিষ্যত সমাজের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে। তাই কন্যাসন্তানকে পুত্রবৎ সমভাবে যত্ন নিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করতে হবে।

সভার সভাপতি শ্রীশঙ্কর দাস মহোদয় কন্যাসন্তানের যত্ন ও সুরক্ষা বিষয়ে আরও বেশি যত্নবান হতে সভায় সকল জনগণকে আহ্বান জানান ও ভবিষ্যতে যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় সে কথা বলে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এই সময়ের মধ্যে কমিশনের সাফল্য

F.3(1)-SWC/Moles/Sl.162/12

কমিশনের সুপরামর্শে বাদী-বিবাদী উভয়েই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন

বিগত ১৯.৬.১২ ইং ধলেশ্বর নিবাসী শ্রীমতি সুরঞ্জনা দত্তগুপ্ত শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে তার এক সময়ের বন্ধু শ্রী সুরজিৎ দেবের বিরুদ্ধে মহিলা কমিশনে অনলাইনে একটি আবেদন জানান।

শ্রীমতি দত্তগুপ্তের আবেদনে সাড়া দিয়ে গত ২৬.৬.১২ ইং কমিশনের সভানেত্রী এবং সদস্যা সচিবের উপস্থিতিতে বাদী বিবাদী দুপক্ষের সাথে দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়। বাদী কমিশনের মাধ্যমেই সুষ্ঠ মীমাংসা চান, বিবাদীকে কোনরূপ শাস্তি দিতে চান না। বাদীবিবাদী দু'পক্ষের সংগে আলোচনা করে বুঝতে পারা যায় দুপক্ষই সম্মানজনক মীমাংসায় পৌঁছোতে রাজি। কমিশনের সভানেত্রীর সুচিন্তিত পরামর্শে দুপক্ষই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবেন এবং নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বাদী, বিবাদী উভয় পক্ষই ঘটনাটি সত্য নয় বলে জানান। কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলে কেইসটি কমিশনে বন্ধ করে দেয়া হয়।

F.3(1)-SWC/Un Dth/Sl.113/12

কমিশনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সুসম্পর্ক তৈরী হলো শাশুড়ী মা ও মেয়ের জামাই-এর মধ্যে

গত ৩০.৪.১২ইং আমতলী থানাধীন দক্ষিণ বাঁধারঘাটের নমিতা দাস মহিলা কমিশনে একটি অভিযোগ পত্রে জানান তাঁর মেয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে জিবিপি হাসপাতালে মারা যান। গত ২.৩.১২ ইং বাদী শ্রীমতি দাস মেয়ের বিবাহের সময়ে দেয়া সমস্ত জিনিষপত্রাদি ফেরৎ পাওয়ার লক্ষ্যে কমিশনে দরখাস্ত করেন। গত ২৬.৬.১২ ইং বাদী, বিবাদী দুপক্ষকে নিয়ে দীর্ঘসময় আলোচনা হয়। মৃতার ১৩ মাসের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কমিশনের সু-পরামর্শে উভয়পক্ষই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সমস্যার সমাধান করে নেন এবং নিজেদের মধ্যে সু-সম্পর্ক তৈরী করার প্রতিশ্রুতি দেন। মৃতার ১৩ মাসের সন্তানটিকে সুস্থভাবে প্রতিপালন করার অঙ্গীকার করেন।

মহিলা কমিশনের প্রচেষ্টায় ভুল বোঝাবুঝির অবসানে সকলেই আশ্বস্থ হলেন।

F.3(1)-SWC/DV /Sl.43/12

দাম্পত্য সম্পর্ক পুন প্রতিষ্ঠিত হল মহিলা কমিশনের প্রচেষ্টায়

গত ১৬.২.১২ ইং পূর্ব থানাধীন যোগেন্দ্রনগররের সজনী দেবনাথ (কল্পিত নাম) কমিশনে জমা দেয়া এক অভিযোগপত্রে জানান গত ১ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি স্বামীর সুখ থেকে বঞ্চিত। স্বামী মৃগী রোগী এবং শারিরীক সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম। শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর এবং জায়ের প্রতিনিয়ত শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বাদী আত্মহত্যার ও চেষ্টা করেন। কমিশনের প্রথম দুটি ডাকে বিবাদী সাড়া না দিলেও তৃতীয় ডাকে উভয়পক্ষ হাজির হন। উভয়পক্ষকে নিয়ে দীর্ঘ দুটি কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে কমিশন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত করতে সক্ষম হয়। কমিশনের পরামর্শ মতো বিবাদীর চিকিৎসা করা হয়। গত ২৯.৬.১২ ইং এর কাউন্সেলিং এ বাদী, বিবাদী এবং উভয় পক্ষের অভিভাবকরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে শান্তিতে থাকার অঙ্গীকার করেন।

কমিশনের সুপরামর্শে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সুষ্ঠুভাবে বাঁচার পথ খুঁজে পেলেন।

F.3(1)-SWC/Property/Sl.117/12

অসহায় বিধবাকে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিল কমিশন

ডুকলী পঞ্চায়েতের অধীন রবীন্দ্রনগরের সবিতা বর্মণ (কল্পিত নাম) কর্তৃক মহিলা কমিশনে জমা দেয়া একটি আবেদন পত্রে জানান ৩ বছর আগে স্বামী মারা গেলেও শিশু সন্তানটিকে নিয়ে তিনি ৬ মাস শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। আর্থিক সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে তিনি বাপের বাড়ীতে ফিরে এলেও শ্বশুর এবং ভাসুর তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। গত ৩০.৬.১২ ইং বাদী, বিবাদী দু'পক্ষকে নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়। কমিশনের শর্তানুযায়ী বিবাদীপক্ষ বাদীর বিয়েতে দেয়া সমস্ত জিনিসপত্র পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে ফেরৎ দিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তিক্ত বিবাদের সমাধানে উভয়পক্ষই কমিশনের সিদ্ধান্তে খুশি। কমিশনের প্রচেষ্টার ফল সার্থক হয়।

দক্ষিণ টাকারজলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস পরিদর্শন

গত ৭.৬.১২ ইং কমিশনের সহ সভানেত্রী শ্রীমতী শিউলী দেববর্মা এবং অন্যতম সদস্যা শ্রীমতী রাজলক্ষী দেবী দক্ষিণ টাকারজলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসটি পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক উপস্থিত থেকে প্রতিনিধি দলকে সহায়তা করেন।

ছাত্রী নিবাসের সুপার অনুপস্থিত থাকায় নথীপত্র দেখা সম্ভব হয়নি। জানা গেছে ছাত্রী নিবাসে ছাত্রী সংখ্যা ৫০। পরিদর্শনকালে ৩৯ জন উপস্থিত ছিল। প্রতিনিধি দল ছাত্রীদের সংগে কথা বার্তা বলেন। ছাত্রীরা সন্তোষ প্রকাশ করলেও কিছু সমস্যা তুলে ধরে। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল দেখেন যে ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। কিছু বৈদ্যুতিক পাখা সংস্কারের প্রয়োজন। খাবার ঘরটিতে বৃষ্টির জল পড়ে। এই ঘরটিরও সংস্কার প্রয়োজন। আসবাবপত্র অনেক জায়গাতেই ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রান্নাঘরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নয়, কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের ব্যবস্থা নেই। শৌচালয়গুলিতেও জলের ব্যবস্থা নেই। সামান্য সংস্কারে সমস্ত বিষয়গুলির সমাধান সম্ভব বলে কমিশন মনে করে।

তাছাড়াও ছাত্রীদের দাবীমত হোস্টেলে দু'জন শিক্ষক বিশেষ কোচিং-এর জন্য নিয়োগের বিষয়টিকে কমিশন সমর্থন করে। হোস্টেলে একজন নৈশ প্রহরীর খুবই প্রয়োজন। খেলাধূলার সামগ্রী এবং বিনোদনের জন্য বইয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কমিশনে নথিভুক্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি

জুন, ২০১২

মোট অভিযোগ	একই সঙ্গে কমিশনে, থানায় বা আদালতে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে	শুধুমাত্র কমিশনে অভিযোগের নথিভুক্ত হয়েছে	প্রাক্-আইনি কাউন্সেলিং সেলে পাঠানো হয়েছে	পুলিশে চিঠি পাঠানো হয়েছে	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি/রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে	পারিবারিক সহায়তা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে	আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে	আদালতে বিচারাধীন হওয়ায় বন্ধ রাখা হয়েছে	তদন্ত করে পুলিশে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে	বাদীর অনুরোধে কেইস বন্ধ রাখা হয়েছে	তদন্ত করা হয়েছে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
৭৪	২৪	৫০	৬৪	০৫	০৪	--	--	--	--	০১	--

অন্যান্য ব্যবস্থা

কমিশনে নথিভুক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হয়েছে	আইনসেবা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়েছে	কমিশন নিযুক্ত আইনজীবির কাছে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে	আশ্রয় বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে
--	০১	০২	--

কাউনসেলিং -এর মাধ্যমে কমিশনে নথিভুক্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি

কমিশন অফিসে কাউনসেলিং-এর জন্য ডাকা হয়েছে	কমিশন অফিসে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে কাউনসেলিং-এর সংখ্যা	কমিশন অফিসে কাউনসেলিং-এর মাধ্যমে মীমাংসিত কেইসের সংখ্যা	কমিশন অফিসের বাইরে কাউনসেলিং-এর জন্য ডাকা হয়েছে	কমিশন অফিসের বাইরে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে কাউনসেলিং-এর সংখ্যা	কমিশন অফিসের বাইরে কাউনসেলিং-এর মাধ্যমে মীমাংসিত কেইসের সংখ্যা	কাউনসেলিং-এর মাধ্যমে মীমাংসিত/ সমাধানকৃত কেইসের মোট সংখ্যা	আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে	বাদী/বিবাদীর অনুপস্থিতিতে স্থগিত রাখা হয়েছে	মোট অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে (৭-৯)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১৮৪	৬০	২১	০৯	০৪	০৩	২৪	৩২	১৬	৭২

* কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মীমাংসার ক্ষেত্রে বিগত মাসগুলির অভিযোগও অন্তর্ভূক্ত আছে।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনে নথিভুক্ত অভিযোগের ধরণ ও সংখ্যা

জুন ,২০১২

জেলা	অপহরণ	দ্বিতীয় বিবাহ	ব্যভিচার	স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রী দ্বারা	গার্হস্থ্য হিংসা/ দাম্পত্যবিরোধ	বিবাহ বিচ্ছেদ	স্ত্রী দ্বারা স্বামীকে পরিত্যাগ	শিশু সন্তানের তত্বাবধান	পণের জন্য নির্যাতন	পণজনিত মৃত্যু	অস্বাভাবিক মৃত্যু	শ্লীলতাহানি /ইভ্‌টিজিং	বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ	ধর্ষণের চেষ্টা	ধর্ষণ	কর্মস্থলে হেনস্তা	কর্মস্থলে যৌন নির্যাতন	সম্পত্তি	পুলিশের অনীহা	পুলিশ দ্বারা হয়রানি	বিবিধ	মোট
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)
পশ্চিম	--	০১	০১	০৪	২৬	--	০৩	০১	০৪	০১	--	০১	--	--	--	০১	--	০২	--	--	০১	৪৬
সিপাহীজলা	--	--	০১	--	০৪	--	০২	--	০২	--	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	০১	১১
খোয়াই	--	--	--	--	০৩	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০২	০৬
দক্ষিণ	--	--	--	--	০১	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১	০৩
গোমতী	--	--	--	--	--	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
উত্তর	--	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	০২
ঊনকোটি	--	--	--	--	--	--	--	--	০১	--	--	০১	--	--	০২	--	--	--	--	--	০১	০৫
ধলাই	--	--	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
মোট	--	০১	০২	০৪	৩৫	০১	০৫	০১	০৯	০১	--	০২	০১	০১	০২	০১	--	০২	--	--	০৬	৭৪

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনে নথিভুক্ত অভিযোগের জাতি /বর্ণগত ধরণ ও সংখ্যা

জুন ,২০১২

জেলা	অপহরণ	দ্বিতীয় বিবাহ	ব্যভিচার	স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রী দ্বারা	গার্হস্থ্য হিংসা/ দাম্পত্যবিরোধ	বিবাহ বিচ্ছেদ	স্ত্রী দ্বারা স্বামীকে পরিত্যাগ	শিশু সন্তানের তত্বাবধান	পণের জন্য নির্যাতন	পণজনিত মৃত্যু	অস্বাভাবিক মৃত্যু	শ্লীলতাহানি /ইভ্‌টিজিং	বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ	ধর্ষণের চেষ্টা	ধর্ষণ	কর্মস্থলে হেনস্তা	কর্মস্থলে যৌন নির্যাতন	সম্পত্তি	পুলিশের অনীহা	পুলিশ দ্বারা হয়রানি	বিবিধ	মোট
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)
তপশীলি উপজাতি	--	--	--	--	০২	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	০৩
তপশীলি জাতি	--	০১	০১	--	০৯	--	০৫	--	০১	০১	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	০১	২০
মুসলিম	--	--	০১	০১	--	--	--	--	০৩	--	--	--	০১	--	০২	--	--	--	--	--	০২	১০
ও বি সি	--	--	--	--	১৪	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	০১	--	--	০৩	১৯
সাধারণ	--	--	--	০৩	১০	০১	--	০১	০৪	--	--	০২	--	--	--	--	--	০১	--	--	--	২২
মোট	--	০১	০২	০৪	৩৫	০১	০৫	০১	০৯	০১	--	০২	০১	০১	০২	০১	--	০২	--	--	০৬	৭৪

জুন, ২০১২-তে কমিশনের তদন্ত

ক্র নং	তারিখ	কেইস নং	নির্যাতিত/নির্যাতিতার নাম	ঘটনা	তদন্তস্থল
১.	১৬.৬.১২	F7(1)SWC/PC/Misc/SL 133/12	রসিক জান্নেসা বেগম	শিশু মৃত্যু ও সেবিকার উপর আক্রমণ	জি বি পি হাসপাতাল, ত্রিপুরা (পঃ)
২.	২১.৬.১২	F7(1)SWC/PC/Misc/SL 133/12	ঐ	ঐ	বেজিমারা বড় নারায়ণ, সোনামুড়া
৩.	২২.৬.১২	F7(1)SWC/PC/Misc/SL 133/12	ঐ	ঐ	জি বি পি হাসপাতাল, ত্রিপুরা (পঃ)
৪.	২১.৬.১২	F7(1)SWC/PC/Moles/SL 135/11	রূপসী দেবনাথ (কল্পিত নাম)	শ্লীলতাহানি	দুর্লভ নারায়ণ, সিপাহিজলা, সোনামুড়া

জুন ২০১২ তে ত্রিপুরার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে কমিশনে নথিভুক্ত অভিযোগের সংখ্যা

থানা এলাকা	বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে কমিশনে নথিভুক্ত অভিযোগের সংখ্যা
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	
এয়ারপোর্ট	০২
আমতলী	০৭
বোধজনেগর	০২
জিরানীয়া	০৩
মান্দাই	০১
রাণীরবাজার	০১
সিধাই	০২
পশ্চিম থানা	১৬
মহিলা থানা	১২
মোট	৪৬
সিপাহীজলা জেলা	
বিশালগড়	০৪
বিশ্রামগঞ্জ	০২
যাত্রাপুর	০১
কলমচৌরা	০১
মেলাঘর	০১
শ্রীনগর	০২
মোট	১১
খোয়াই জেলা	
কল্যাণপুর	০১
খোয়াই	০১
তেলিয়ামুড়া	০৪
মোট	০৬
দক্ষিণ জেলা	
বিলোনীয়া	০১
মনুবাজার	০১
শান্তিরবাজার	০১
মোট	০৩
উত্তর জেলা	
কদমতলা	০১
কাঞ্চনপুর	০১
মোট	০২
উনকোটি জেলা	
কৈলাশহর	০৫
মোট	০৫
ধলাই জেলা	
মনু	০১
মোট	০১
সর্বমোট	৭৮

জম্পুইজলায় অবস্থিত সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস পরিদর্শন

বিগত ৭.৬.১২ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের সহসভানেত্রী এবং এক সদস্যা সহ একটি টিম ছাত্রীনিবাসটি পরিদর্শন করেন। ছাত্রীনিবাসের সুপার উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ছাত্রীনিবাসটির পারিপার্শ্বিকতা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবাসস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক আবাসিক ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলা হয় এবং প্রতিটি কক্ষ ভালোভাবে দেখা হয়। পরিদর্শনের পর যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ—

১। ছাত্রীনিবাসটি ৫০ জন ছাত্রীর উপযুক্ত। জানা যায় ৫০ জন ছাত্রীই ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে ৪৩ জন ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

২। ছাত্রী নিবাসের প্রতিটি ঘরে সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন। প্রতিটি কক্ষের ঘরের ভিতরে ছাদ থেকে জল পড়ে। কারণ সব ঘরের সিলিং নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেয়াল এবং মেঝেও সংস্কার প্রয়োজন। এইসব বিষয়ে মেয়েদের অভিযোগ আছে।

৩। ছাত্রীনিবাসের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই অসহ্য গরমে মেয়েরা কষ্ট সহ্য করছে। সুপারের ঘরে একমাত্র বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। সমস্ত কক্ষে সাধারণ বৈদুতিক তার দিয়ে পড়ার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে সুপারের ঘর থেকে লাইন টেনে। যেভাবে লাইন টানা হয়েছে তা খুবই বিপজ্জনক।

৪। বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে শৌচাগারে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই।

৫। খাবার ঘরে সিলিং দিয়ে জল পড়ে। বসার অযোগ্য। বসার টেবিল চেয়ারগুলি সব নষ্ট হয়ে রয়েছে। রান্নার বাসনপত্রেরও অভাব আছে।

৬। ছাত্রীনিবাসে পাইপ লাইনের সংযোগ নেই। মটর থাকা সত্ত্বেও লাইনের গোলযোগের জন্য তারা জল তুলতে পারে না।

৭। মেয়েদের খাবার ব্যবস্থা নিয়ে কোন অভিযোগ নেই।

৮। ছাত্রীনিবাসের সুপার জানাল এই সব সমস্যাগুলি তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানিয়েছেন বার বার। ছাত্রীনিবাসের জনৈক রক্ষকের কোন আবাসস্থল নেই অবিলম্বে তা করা দরকার।

৯। ছাত্রীদের কোচিং-এর জন্য দুইজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই। বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষকের অভাব আছে। তাই ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীদের পঠন পাঠনে অসুবিধা হয়। ছাত্রীরা অনেক সময়ে বাইরে প্রাইভেট কোচিং নেয়। এইরূপ বাইরে গিয়ে কোচিং নেয়া হোষ্টেলের শৃঙ্খলার বর্হিভূত।

১০। কিছু খেলার সামগ্রী গৃহের অভ্যন্তরে খেলার জন্য কেনা প্রয়োজন।

১১। ছাত্রীনিবাসের মেয়েরা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে চলেছে।

এই ছাত্রীনিবাসটি একটি আদর্শ ছাত্রীনিবাস হয়ে উঠতে পারে, যদি এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে কার্যকরী পদক্ষেপ অবিলম্বে নেয়া দরকার।

অভয়নগরের ছাত্রী নিবাস (ইউনিট ১ এবং ২) পরিদর্শন

F11(8)-SWC/Visit Hostel/2009-10

গত ৬.৬.১২ তারিখে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীন অভয়নগরের ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনে যান মহিলা কমিশনের দুজন প্রতিনিধি যথাক্রমে শ্রীমতী শিউলি দেববর্মা, ভাইস চেয়ারপার্সন ও শ্রীমতী নিভা দেববর্মন, সদস্যা।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শকদ্বয় প্রথমে ইউনিট ২ এর সুপারিনটেনড্যান্ট শ্রীমতী রমা সূত্রধরের সঙ্গে দেখা করে এই আবাসনের বসবাসকারী মেয়েদের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন এই ছাত্রীনিবাসে মোট ৩৪ জন ছাত্রীর মধ্যে উপজাতি ছাত্রী ১২ জন, তপশীল জাতিভুক্ত ছাত্রী ৯ জন এবং সাধারণ ছাত্রী আছে ১৩ জন। বেশির ভাগ স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রীরা অভয়নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। আবাসিকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল ও সন্তোষজনক। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তারা সব দিক দিয়ে ভাল আছে। কোন অভিযোগ তাদের নেই। স্কুল ছাড়াও ছাত্রীনিবাসেই বিজ্ঞান শিক্ষক, কলাবিভাগের শিক্ষকগণ তাদের অতিরিক্ত কোচিং দেন। এছাড়া ক্রীড়াশিক্ষক, সঙ্গীত শিক্ষক ও অঙ্কন বিষয়ে অভিজ্ঞদের কাছ থেকে তারা তালিম নেন। পড়াশোনা ছাড়াও এসব বিষয়ে তারা অনেক অগ্রসর। ক্রীড়াসামগ্রী ও সঙ্গীতের জন্য আনুষাঙ্গিক সামগ্রীতেও এই আবাসন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই আবাসনে সুপারিনটেনড্যান্ট ছাড়া আরও যারা যুক্ত আছেন তারা হলেন ৫ জন জুনিয়র সোস্যাল অরগানাইজার, ৩ জন বিজ্ঞান শিক্ষক, পি আই - ১ জন, ক্র্যাফ্‌ট - ১ জন, রাঁধুনী - ১ জন, নাইট গার্ড - ১ জন, সঙ্গীত শিক্ষক - ১ জন, গ্রুপ ডি হেল্পার - ১ জন, অসমর্থ সুপার -১ জন, নাচ এবং আর্ট এর জন্য ভাউচার টিচারও আছেন।

ইউনিট ১-এর সুপারিনটেনড্যান্ট শ্রীমতী বর্ণিতা চাকমা অফিসের কাজে অন্যত্র থাকায় দেখা হয়নি। তবে ইউনিট ২-এর সুপারিনটেনড্যান্ট ও অন্যান্য অফিসিয়েলদের সহায়তায় জানা যায় এই ইউনিটের মোট ছাত্রী সংখ্যা ৪০ জন। উপজাতি ছাত্রী ৯ জন, তপশীলি জাতি ছাত্রী ১০ জন ও সাধারণ ছাত্রী ২১ জন। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীরা সবাই অভয়নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই পড়াশোনা করে। এই ইউনিটের ছাত্রীদের জন্য ব্যবস্থাপনাও ইউনিট ২-এর মত একই রকম। একই রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। তাদেরও কোন সমস্যা নেই।

উভয় আবাসনের মেয়েরাই নিজেরা আবাসন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। বাগান করার কাজও মেয়েরাই করে দায়িত্ব নিয়ে। দুই ইউনিটের মেয়েরা নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করছে দুই ইউনিটের সুপারিনটেনড্যান্ট-এর তত্ত্বধানে।

মহিলা কমিশনের তদন্তের একটি

নং F7(1)-SWC/PC/Misc/SI 133/12

গত ১৬.৬.১২ ইং স্থানীয় সংবাদপত্রে ভুল চিকিৎসায় শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু ও তার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে কর্তব্যরত সেবিকাদের উপর হামলা ও উশৃঙ্খল আচরনের বিস্তৃত তথ্য জানতে উদ্বিগ্ন মহিলা কমিশনের এক প্রতিনিধি দল সাথে সাথেই ঘটনাস্থল জিবিপি হাসপাতালে পৌঁছে যান। কমিশন দল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিমলেন্দু শেখর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। ডাঃ চৌধুরী জানান গত ১৪.৬.১২ ইং আনুমানিক রাত ১২.৩০ নাগাদ সোনামুড়া থানাধীন বড় নারায়নের বেজিমারার মানিক মালাকারের ৩ (তিন) মাসের পুত্র সন্তান রাহুল মালাকারকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মেলাঘর হাসপাতাল থেকে রেফার কেস হিসাবে নিয়ে এসে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করান মানিক মালাকারের দাদা শ্রী জয়ন্ত মালাকার। অসুস্থ শিশুটির সংগে তার মা চম্পা মালাকার ও ঠাকুরমা শ্রীমতী কিরণ মালা মালাকারও ছিলেন। ১৫.৬.১২ ইং বিকেল ৫.৩০ নাগাদ শিশুটি মারা যায়। শিশুটি মারা যাবার পর অকস্মাৎ তার বাবা মানিক মালাকার শিশু বিভাগে কর্মরত ৩৫ বছর বয়সী স্টাফ নার্স শ্রীমতী রসিক জান্নেসা বেগম, দুজন শিক্ষানবিশ সেবিকা শ্রীমতী সুকৃতি দেবনাথ (২২) ও শ্রীমতী অনিমালা দেববর্মা (২৬) কে যথেচ্ছ গালিগালাজ করে। শিশু বিভাগের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে, প্রহরীদের জন্য রাখা টুল তুলে প্রচণ্ড মারধর করেন। এই সময়ে শিশুবিভাগে কর্মরত ছিলেন ডাঃ মীনাক্ষী দেববর্মা ও ডাঃ মনোমিতা দাস (হাউস স্টাফ)। ঘটনার খবর পেয়ে জিবি'র আউট পোষ্টের পুলিশ এসে মানিক মালাকরকে ধরে নিয়ে যায়। শারীরিক ভাবে নির্যাতিতা ও আহত সেবিকাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে ডাক্তারবাবু জানান। তিনি আরও জানান তাঁর উপস্থিতি কালীন সময়েই প্রায় ৬টা নাগাদ নার্সিং এর কিছু ছাত্রী (এম এফ) ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এসে নিরাপত্তার দাবী জানিয়ে হৈ চৈ করে। এই উত্তেজনার সময়ে ডাক্তারবাবু ভেতরে থাকা অবস্থায় বাইরে থেকে কেউ শিশু বিভাগের দরজা বন্ধ করে দেয়। মৃত শিশুর মা শিশুটি সহ ওয়ার্ডের ভেতরেই ছিলেন। রাত ১০.৩০ মিঃ নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আনুমানিক রাত ১২ টায় মৃত শিশুর দেহ পোষ্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠানো হয়। জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানোর সময় থেকেই শিশুটির অবস্থা খারাপ ছিল। সকাল থেকে ক্রমশঃ অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলে যায়। শিশু বিভাগে এই সময়ে ডাঃ সায়ন্তন ভট্টাচার্য ও ডাঃ বিকাশ লোধ কর্মরত ছিলেন। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীলরতন মজুমদার শিশুটির চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন বলে তিনি জানান। সুপার ও নিরাপত্তার স্বার্থে হাসপাতালে আরও টি এস আর নিয়োগের পক্ষে মতামত দেন। ডাঃ নীলরতন মজুমদার কমিশনের জিজ্ঞাসার উত্তরে জানান সকাল ১০.৪৫ মিনিটে শিশুবিভাগ পরিদর্শনকালে শিশুটির প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট লক্ষ্য করে তিনি অক্সিজেন ও স্যালাইন দেবার ব্যবস্থাপত্র দেন। এছাড়া মেলাঘর হাসপাতাল থেকে শুরু হওয়া ৬ ঘন্টা পর পর নেবুলাইজেশন দেবার নির্দেশ ও বহাল রাখা হয়। বিকেল ৩.৩০ মিঃ সময়ের পরিদর্শনে ও তিনি শিশুটিকে চিকিৎসারত দেখেছিলেন।

শিশুবিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত নার্স শ্রীমতী বীনা রাণী দাসের বক্তব্য থেকে জানা যায় বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডিউটি থাকলেও তিনি শুনেছেন মানিকলাল কর্তব্যরত নার্সদের প্রচণ্ড মারধর করেছে। তিনি আরো জানান রোগীর তুলনায় নার্সের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তিনি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী দেবার কথাও জানিয়েছেন।

শিশু বিভাগে কর্মরত ৩ জন সেবিকা জানালেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই বিকাল ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ডিউটি ছিল। রাহুল মালাকার ৫.৩০ মিঃ নাগাদ মারা গেলে উত্তেজিত বাবা মানিক মালাকার ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে টুল তুলে তাঁদেরকে মারধর করে। আত্মরক্ষার্থে চেয়ার তুলে না আটকালে তাঁরা মারাই যেতেন। স্টাফ নার্স রসিক জান্নেসা বেগম আরো জানান নিজেকে বাঁচানোর জন্য পালাতে গেলে মানিকলাল তাঁকে আবার আক্রমণ করে কোমরে প্রচণ্ড আঘাত করেন। ইদানিংকালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও সেবিকাদের উপর আক্রমণ ও হাসপাতালে সমস্ত রোগীদের শঙ্কিত করে উশৃঙ্খল আচরণের ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুপক্ষের মধ্যে অবিশ্বাস ও দানা বাঁধছে। এই প্রশ্নের উত্তর সুধী সমাজকেই খুঁজতে হবে এবং এর সত্য উদ্‌ঘাটনে দু'পক্ষের কথা শোনা জরুরী। তাই কমিশন মৃত শিশুর বাড়ী সোনামুড়ার বড়নারায়নে গিয়ে পৌঁছান গত ২১.৬.১২ ইং। শোকাহত মা বাবাকে পাওয়া যায় নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শী ও শিশুর সর্বক্ষণের সঙ্গী ঠাকুরমা ও জ্যেঠামশাইকে পাওয়া গেল। ঠাকুরমা কিরণ মালাকার ও জ্যেঠামশাই জয়ন্ত মালাকারের বয়ানে জানা গেল শিশু রাহুল ১ মাস বয়স থেকে সর্দিকাশিতে ভুগছিল। ১৩.৬.১২ ইং বেজিমারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাকে পোলিও খাওয়ানো হয়েছিল। গায়ে গায়ে জ্বর ও পায়খানা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাকে ১৪.৬.১২ ইং সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না থাকায় জি বি হাসপাতালে রেফার করা হয় এবং রাত ১২.৩০ মিনিটে জিবিপিতে ভর্তি করা হয়। রাতেই চিকিৎসা শুরু হয়। পরের দিন ১০.৩০ মি নাগাদ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এসে দেখে যান। ৪.১৫ মিঃ নাগাদ শিশুটিকে নেবুলাইজেশন দেয়া হয়। হঠাৎ করে অতি দ্রুত শিশুটির অবস্থা খারাপের দিকে চলে যায় এবং ৫.৩০ মিঃ নাগাদ শিশুটি মারা যায়। তাদের ধারণা শিক্ষানবীশ নার্সের ভুলের ফলে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তারা আরো জানান প্রহরীরা নাকি মানিকলালকে মারধর করে। তাঁর ছেড়া জামা ও শরীরের ক্ষত কমিশন সমক্ষে তুলে ধরেন। দুপক্ষের বক্তব্য থেকে আরক্ষা প্রশাসন অবশ্যই সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করবেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত ঘটনা রাজ্যবাসীকে বিচলিত করছে। জিবিপি হাসপাতাল রাজ্যের বৃহত্তম হাসপাতাল। রোগীর চাপ খুব বেশি। বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতাল থেকে রেফারেল কেস হিসাবে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে পরিবার পরিজনেরা রোগীকে নিয়ে উক্ত হাসপাতালে আসেন। কিন্তু রোগীর চাপে ভারাক্রান্ত এই হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকার সংখ্যা অপ্রতুল। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় কমিশন মনে করে অধিকতর দায়বদ্ধতা ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাসপাতালে পরিষেবা প্রদান করা চিকিৎসক এবং সেবিকাদের জরুরী কর্তব্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃতের পরিবার পরিজনরা আবেগ তাড়িত হয়ে হাসপাতালে আক্রমণ করে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটাচ্ছেন। যে কোন শিশুর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু ঘটনা যতই দুঃখবহ হোক না কেন কোন ব্যাক্তি আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। এমতাবস্থায় হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিষেবা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, সেবিকা নিয়োগ করার দাবী রাখছে মহিলা কমিশন। প্রয়োজনীয় প্রহরীর ব্যবস্থাও করতে হবে সরকারকে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ঘটনার বিভাগীয় তদন্ত করে প্রকৃত দোষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও মহিলা কমিশন অনুরোধ রাখছে।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন, মেলার মাঠ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন - ৭৯৯ ০০১ ফোন ঃ ২৩২-৩৩৫৫, মোবাইল ঃ ৯৪৩৬১৩৮৫৩৫
ই- মেল ঃ tcw_t@rediffmail.com আরও খবরের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন ঃ tripurawomencommission.org

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের পক্ষে ড. তপতী চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত ও কালার্স, আগরতলা, ফোন ২৩১৮৯৬৭ থেকে মুদ্রিত